সংবাদ

তারিখ ... 7 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি

অস্তিত্ব সংকটে ২ হাজার ৬৪০টি কলেজ

রাকিব উদ্দিন

সারাদেশে ভালোমানের কলেজের সংখ্যা কম থাকায় এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ভালো ফল পেয়েও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রথম তালিকায় স্থান পায়নি ৬১ হাজার ৯৯ জন শিক্ষার্থী। এমনকি সর্বোচ্চ ফল জিপিএ-৫ পেয়েও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে তিন হাজার ৮৯১ জন শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি। দশ বোর্ডে মোট পাঁচ হাজার ৯৪৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েও ভর্তির প্রথম মেধা তালিকায় স্থান পায়নি।

কিন্তু কলেজের অবকাঠামো, একাডেমিক কার্যক্রম, শিক্ষার পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় সারাদেশের দুই হাজার ৬৪০টি কলেজে একজন থেকে সর্বোচ্চ ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। এসব কলেজ পাঁচজন বা দশজন শিক্ষার্থী ভর্তি নিলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পরতে পারে। কলেজগুলো একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখতে পারে বলেও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এছাড়াও ২৮০টি কলেজে ভর্তির জন্য কেউ নির্বাচিত হয়নি। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ১৫৪টি কলেজ রয়েছে। অন্যগুলোর মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৬টি, যশোর বোর্ডের সাতটি, কুমিল্লা বোর্ডের দুটি, বরিশাল বোর্ডের তিনটি, দিনাজপুর বোর্ডের একটি, রাজশাহী বোর্ডের ২৬টি এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ৭১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোকে কেউ ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি বা আবেদন করেনি।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের হিসেবে, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয় সারাদেশে এমন কলেজ রয়েছে ৯ হাজার ১৫৮টি। এসব কলেজে আসন রয়েছে ২৮ লাখ ৬২ হাজার ৯টি। আর এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে মোট ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। এর মধ্যে কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে ১৩ লাখ দশ হাজার ৯৪৭ জন। আর ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে ১২ লাখ ৪৯ হাজার ৮৪৮ জন। প্রথম পর্যায়ে ৬১ হাজার ৯৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন সংবাদকে বলেন, 'যারা প্রথম পর্যায়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে আতঙ্কের কোন কারণ নেই, সবাই ভর্তির সুযোগ পাবে। কারণ সারাদেশের কলেজে ২৮ লাখ ৬২ হাজার আসন রয়েছে।'

৩৩৭টি কলেজে আসন পূর্ণ

প্রথম পর্যায়ে দশ বোর্ডের মাত্র ৩৩৭টি কলেজের সব আসন পূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ১১১টি, চট্টগ্রামের ৩৮টি, যশোরের ১৭টি, কুমিল্লার ৪৫টি, বরিশালের ১৩টি, দিনাজপুরের ১৯টি, সিলেটের ১৭টি, রাজশাহীর ৩৩টি এবং কারিগরি কলেজ ৪৪টি। তবে একটি মাদ্রাসায়ও আসন পূর্ণ হয়নি।

গত রোববার রাতে কলেজে ভর্তির প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ করা

একাদশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

একাদশ : শ্রেণীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। এ ব্যাপারে কলেজ পরিদর্শক বলেন, আদেনকারীদের মধ্যে ৯৫ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রথম তালিকায় স্থান পেয়েছে, অন্যরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকায় আসবে। আগামী ১৩ জুন দ্বিতীয় এবং ১৮ জুন তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করা হবে।

জিপিএ-৫ পেয়েও ভালো কলেজে ভর্তি অনিশ্চিত

দশটি শিক্ষা বোর্ডের মোট পাঁচ হাজার ৯৪৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েও প্রথম পর্বে কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়নি। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের সর্বোচ্চ তিন হাজার ৮৯১ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডের ২২০ জন, যশোর বোর্ডের ১১৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডের ৪০০ জন, বরিশাল বোর্ডের ৭২ জন, দিনাজপুর বোর্ডের ২৪৬ জন, সিলেট বোর্ডের ৪৯ জন, রাজশাহী বোর্ডের ৮০৫ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের ১৪৭ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দুজন।

জিপিএ-৫ পেয়েও কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ হয়নি কেন- এমন অভিযোগ নিয়ে গতকাল শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শকের সাথে দেখা করতে আসেন দুই অভিভাবক ও ঢাকার আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষক। তারা জানতে চান, 'আমাদের সন্তানরা সর্বোচ্চ ফল পেয়েও ঢাকার ভালো কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না?'

এ ব্যাপারে ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, 'ভালো কলেজ বিশেষ করে ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, রাজউক উত্তরা কলেজ- এই ধরনের কলেজে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরাই বেশি আবেদন করে। কিন্তু সবাই ভর্তির সুযোগ পায় না।'

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'ঢাকা কলেজে আসন রয়েছে ৮০০টি। এর বিপরীতে আবেদন করেছে প্রায় ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী, যাদের বেশিরভাগই জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী।' ভর্তির মেধা তালিকা প্রকাশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ পেতে পারে বলে জানান কলেজ পরিদর্শক।

অস্তিত্ব সংকটের মুখে ২ হাজার ৬৪০টি কলেজ

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, সারাদেশের মোট দুই হাজার ৬৪০টি কলেজে একজন থেকে ১০ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছে। অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে কলেজেগুলো অস্তিত্ব সংকটে পরতে পারে। এসব কলেজ বন্ধের উপক্রম হতে পারে।

শিক্ষা বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'একাদশ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য একটি কলেজে ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষক থাকে। কিন্তু পাঁচজন বা ১৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের টাকা দেয়াই সম্ভব হবে না কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে।' দুই হাজার ৬৪০টি কলেজের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ১৭২টি, চট্টগ্রামের ২২টি, যশোরের ৬২টি, কুমিল্লার ২৬টি, বরিশালের ৩৮টি, দিনাজপুরের ৮৮টি, সিলেটের ১৩টি, রাজশাহীর ১৬৫টি, মাদ্রাসা বোর্ডের ৮৭১টি এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ এক হাজার ১৮৩টি কলেজ।